গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ ঝাউগড়া
মেলান্দহ, জামালপুর।
Website: www.bbgcj.edu.bd
E-mail: bbc110146@gmail.com

জনসংযোগ দপ্তর
মোবাইল: ০১৭৪০-৬০২৪২০
E-mail: rumonsrs@gmail.com

তারিখঃ ১৭ মার্চ, ২০২৪ খ্রি.
০৩ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

" বঙ্গবন্ধুর আদর্শ : স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ "

মোঃ ফজলুল হক চৌধুরী, অধ্যক্ষ, বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ ঝাউগড়া, মেলান্দহ, জামালপুর।

গোপালগঞ্জের এক নিভৃত পল্লীতে শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের কোল আলোকিত করে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ যে শিশু প্রথম চোখ মেলেছিল, সে শিশুর পরিচিতি দেশের সীমানা পেরিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে বিশ্বব্যাপী। বাবা-মায়ের খোকা থেকে রাজনৈতিক সহযোদ্ধাদের সুপ্রিয় "মুজিব ভাই" সমসাময়িকদের প্রিয় 'শেখ সাহেব' থেকে মুক্তিকামী বাঙালির ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে অর্জন করেন "বঙ্গবন্ধু" উপাধি। এছাড়া প্রধান মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হয়ে উঠেন জাতির অবিসংবাদিত নেতা। তাইতো অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই বলেছিলেন "যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।" শেখ মুজিব মানেই বাংলার মুক্ত আকাশ, শেখ মুজিব মানেই বাঙালির জাতির অস্তিত্ব। শেখ মুজিব মানেই তো বাংলাদেশ, স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনটাই ছিল সংগ্রামে পরিপূর্ণ। ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, তিতুমীর, সুভাষ বোস, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জগদীশ চন্দ্র বসু,শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানীর মতো সাহসী নেতৃত্বের নির্যাস বঙ্গবন্ধু নিজের মধ্যে ধারণ করে হয়ে উঠেছিলেন সত্যিকারের মহান বীর পুরুষ। এ জন্য জীবনের ১৪টি বছর জেলের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে। কিউবার সংগ্রামী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দেখে বলেছিলেন "আমি হিমালয় দেখিনি, হিমালয়সম মুজিবুর রহমানকে দেখলাম।" মুজিব চেতনায় জাগ্রত, হৃদয়ে স্পন্দিত। অসীম সাহসী মুজিব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে বলেছেন "আমি বাঙালি, আমি মুসলমান, আমি মানুষ। মানুষ একবার মরে, বারবার মরে না।"

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাম্যবাদী, শোষণ বিরোধী ও সুষম অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। ন্যায্য কথার ঝান্ডাবাহী যদি সংখ্যা লঘুও হয় তবুও তার কথা শোনতে আগ্রহী ছিলেন বঙ্গবন্ধু কারণ তিনি এদেশের মানুষকে ভালোবাসতেন অন্তর দিয়ে। বিদেশি সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন "আমি আমার দেশের মানুষকে বেশি ভালোবাসি।" মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রসমর্পনের দিন বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন "আমি সব ত্যাগ করতে পারি, তোমাদের ভালোবাসা ত্যাগ করতে পারি না।" এদেশের মানুষকে নিয়ে তিনি গর্ববোধ করতেন তাই কবিগুরুর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন "হে কবিগুরু আপনি এসে দেখে যান, আমার ৭ কোটি বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।" শোষিতের কণ্ঠ ছিলো বঙ্গবন্ধু। সিরাজগঞ্জের এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন। "শাসনতন্ত্রে লিখে দিয়েছি যে, কোনদিন আর শোষকরা বাংলার মানুষকে শোষণ করতে পারবে না ইনশা-আল্লাহ।"

বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারণ করলেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। "রক্ত নাকি কথা বলে" সত্যিই তাই, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা জননেত্রী শেখ হাসিনা । বাবার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন। যার ফল গ্লোবাল উইমেন্স শিপ অ্যাওয়ার্ড, আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, গ্লোবাল ডাইভারসিটি অ্যাওয়ার্ড, এজেন্ট অব চেঞ্জ পুরস্কার ও প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, জাতিসংঘের সাউথ সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড সম্প্রতি ভ্যাকসিন হিরো, চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ পুরস্কার, অতি সম্প্রতি মর্যাদাপূর্ণ এশিয়ান টাউনস্কেপ জুরিস অ্যাওয়ার্ড উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে এ কথা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ্য করতে চাই, জাতির পিতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। অর্থাৎ সমগ্র বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার সুযোগ পেত না। জাতির পিতা আমাদের শিখিয়ে গেছেন কিভাবে ঝড়-ঝঞ্ঝা- বিক্ষুব্ধ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মাথা উচু করে দাঁড়াতে হয়। একথা বললেও ভুল হবেনা যে, জীবিত মুজিবের মতো মৃত মুজিবও প্রতিটি বাঙ্গালির কাছে জীবন্ত, পরাক্রমশালী ও শক্তিশালী । **জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।**

১৭.০৩.২৪
রুমন আহাম্মেদ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
ও
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজ ঝাউগড়া
মেলান্দহ, জামালপুর।

Jonosongjukh Gov Pad